যুগান্তর

তারিখ ... 20 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বড় প্রকল্প

ব্যয় হবে ১৫ হাজার কোটি টাকা

বৃহস্পতিবার একনেকে উত্থাপন

হামিদ-উজ-জামান

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে বড় প্রকল্প আসছে। এতে ব্যয় হবে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। এ ধরনের দুটি পৃথক প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে পরিকল্পনা কমিশনে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় তৈরি করা গাইডলাইন অনুযায়ী এ প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম পর্যায়)' প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ৯ হাজার ১২৩ কোটি ৮৪ লাখ ৯৮ হাজার টাকা। 'চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে ৫ হাজার ৭৪০ কোটি ৫৯ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি প্রকল্পের পুরো অর্থ ব্যয় হবে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হতে পারে এই দুটি প্রকল্প। অনুমোদন পেলে ২০২২ সালের মধ্যে প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন করবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। এ ছাড়া বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোর তালিকা ও কাজের অগ্রগতি তদারক করা হবে।

এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর ইতিমধ্যে প্রকল্প দুটির প্রক্রিয়াকরণ শেষ হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়াতে পুরনো ও জরাজীর্ণ ভবন উন্নয়নে এসব প্রকল্প প্রস্তাব করায় একনেকে অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ (পিইডিপি-৩)-এর আওতায় প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নবিষয়ক একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। ওই গাইডলাইনে একটি বিদ্যালয় কখন জরাজীর্ণ হিসেবে গণ্য করতে হবে, কতটি শ্রেণীকক্ষ থাকবে ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে। প্রস্তাবিত এ দুটি প্রকল্প গাইডলাইনের আওতায় প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া এখন থেকে চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ের তালিকা তৈরির কাজ লাইভ লিস্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে অটোমেশন করা হবে। ফলে যেসব বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হবে সেসব বিদ্যালয় নির্বাচন ও বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতির তথ্য অনলাইনে দেখা সম্ভব হবে। সূত্র জানায়, বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলিয়ে ৮১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ২ কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে। সম্প্রতি সরকার বিদ্যমান ২৬ হাজার ২০০টি রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শিক্ষকসহ জাতীয়করণ করেছে। ফলে বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে ৬৩ হাজার ৮৭২টিতে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের ঐ সিদ্ধান্তের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে— এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা, ঝরে পড়ার হার কমানো, উপস্থিতির হার বৃদ্ধিসহ গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা। কিন্তু বর্তমানে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে তার মধ্যে সরকারিগুলোর অবস্থা তুলনামূলক ভালো। কিন্তু অত্যাধিক শিক্ষার্থীর চাপ, পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন করায় পুরনো কাঠামো এখন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে না। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলেও সেগুলো মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ। এর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন প্রকল্প দুটি প্রস্তাব করা হয়েছে।